

গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজগুলি তার সদস্যদের কাজ। তাই সেই কাজগুলি নিম্নলিখিতরূপে উপস্থাপিত হল।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের ক্ষমতা, কাজ ও কর্তব্য :

আবশ্যিক কার্যাবলী

(১) গ্রামের নিকাশী ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা ও জনসাধারণের অসুবিধেগুলি যথাসাধ্য দূর করা,

(২) মহামারী দেখা দিলে প্রতিবেদক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও মহামারীর চিকিৎসা করা,

(৩) পানীয় জল সরবরাহ করা এবং সরবরাহ ও জমা রাখার আধারগুলিকে জীবাণুমুক্ত করা,

(৪) জনসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তাগুলিকে তৈরি করা, যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা ও মাঝেমধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী সারানো,

(৫) জনসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা ও জায়গাগুলি থেকে আবর্জনা সরানো,

(৬) জনসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয় ও পুকুরগুলি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করা,

(৭) কোনো অঞ্চলের উন্নতির কাজে স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্রম সংগঠিত করা,

(৮) গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল নিয়ন্ত্রণ করা,

(৯) কর, শুল্ক ইত্যাদি আরোপ, পরিমাণ ও আদায় করা,

(১০) দফাদার ও চৌকিদারদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা,

(১১) ন্যায় পঞ্চায়েতের প্রশাসন পরিচালনা করা ইত্যাদি।

অন্যান্য কাজ : রাজ্য সরকার চাইলে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে পারে :

(১) প্রাথমিক, সামাজিক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, বয়স্ক বা রীতি-বহির্ভূত শিক্ষার প্রসার;

(২) গ্রাম্য দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাতৃ সদন ও শিশু বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলা,

(৩) জনসাধারণের ব্যবহার্য খেয়া পরিচালনা,

(৪) সেচ,

(৫) বেশি শস্য উৎপাদনের প্রচারাভিযান,

(৬) গবাদি পশুর উন্নত উপায়ে পালন,

(৭) পরিত্যক্ত জমিগুলিকে চাষের আওতায় আনা,

(৮) গ্রামীণ বৃক্ষাদি রোপণের প্রসার ঘটানো, অরণ্য সংরক্ষণ,

- (৯) গৃহহীন ও আশ্রয়হীন মানুষদের গৃহের বন্দোবস্ত করা,
- (১০) জমির সমবায় পরিচালনা,
- (১১) ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে সাহায্য,
- (১২) গ্রামীণ আবাস প্রকল্প,
- (১৩) গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণ,
- (১৪) নারী ও শিশুকল্যাণ,
- (১৫) রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত করা বিভিন্ন কাজের রূপায়ণ।

স্বেচ্ছাধীন কাজ :

- (১) গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলিতে আলোর ব্যবস্থা করা,
- (২) গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলির দুদিকে গাছ লাগানো ও সংরক্ষণ করা,
- (৩) কূপ, পুকুর ও জলাশয় খনন করা,
- (৪) সমবায়, কৃষি ও অন্যান্য উদ্যোগের বন্দোবস্ত ও প্রসার ঘটানো,
- (৫) বাজার তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করা,
- (৬) কুটিরশিল্প, খদর, গ্রামীণ ও খাদ্য সংরক্ষণ জাতীয় অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটানো,
- (৭) প্রভুহীন কুকুর নিধন,
- (৮) মালিকানাহীন গবাদি পশু নিধন,
- (৯) ধর্মশালা, বিশ্রামাগার, গবাদি পশুদের বিশ্রামাগার, গাড়ি রাখার জায়গা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ,
- (১০) পাঠাগার বা গ্রন্থাগারের নির্মাণ ও সম্প্রসারণ,
- (১১) গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন,
- (১২) মৎস্যচাষের সম্প্রসারণ,
- (১৩) ক্রীড়াসহ যাবতীয় সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর প্রসার,
- (১৪) শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সামাজিক উন্নয়ন,
- (১৫) সামাজিক ও শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণির উন্নয়ন ও কল্যাণ,
- (১৬) সমাজ ও সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি দেখভাল ইত্যাদি।

‘Democratic decentralization’ বা গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হল উন্নয়নের কাজে জনগণের অংশগ্রহণ। পঞ্চায়েতের সদস্যদের কাজ হল গ্রামের জনগণের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরা ও সেগুলির সমাধান করা।

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের ক্ষমতা ও কাজ :

(১) কৃষি, কুটিরশিল্প, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ ঋণ, জল সরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য, শৌচাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, জনসংযোগ, প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত যেসব প্রকল্পে অর্থনৈতিক সাহায্য দরকার, সেগুলিতে পঞ্চায়েত সমিতি সাহায্য করে।

(২) ছাত্রদের কল্যাণজনক প্রকল্প, সমাজকল্যাণ ও সর্বসাধারণের কাজে লাগে এমন প্রকল্পে পঞ্চায়েত সমিতি নানাভাবে কাজ করে।

(৩) রাজ্য সরকার অথবা জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতিতে যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে, পঞ্চায়েত সমিতি সেই কাজ রূপায়ণ করতে বাধ্য।

(৪) পঞ্চায়েত সমিতি কোনো বিদ্যালয়, ব্লকের অন্তর্গত জনকল্যাণমূলক কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দিতে পারে। জলসরবরাহ বা মহামারী-নিবারণ-সংক্রান্ত কোনো কাজ, যা ব্লকের অন্তর্গত কোনো পুরসভা করছে, সেখানেও পঞ্চায়েত সমিতি প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থসাহায্য করতে পারে।

(৫) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির তৈরি করা উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সমন্বয় ও সংহতি সাধন করে ওই পঞ্চায়েতগুলির উর্ধ্বতন সমিতি।

(৬) পঞ্চায়েত সমিতির সম্মতিক্রমে রাজ্য সরকার কোনো রাস্তা, সেতু, ফেরিঘাট, চ্যানেল, সৌধ বা ব্লকের অন্তর্গত কোনো সরকারি সম্পত্তি পঞ্চায়েত সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে পারে।

(৭) কোনো লাইসেন্সবিহীন আপত্তিজনক ও বিপজ্জনক ব্যবসা পঞ্চায়েত সমিতি বন্ধ করতে পারে।

(৮) কোনো হাট বা বাজারকে লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষমতা রাখে পঞ্চায়েত সমিতি।

(৯) পঞ্চায়েত সমিতি কোনো সম্পত্তি অর্জন, রক্ষা বা পরিত্যাগ করতে পারে।

(১০) পঞ্চায়েত সমিতি কোনো চুক্তিতেও প্রবেশ করতে পারে।

ব্লক অঞ্চলের জনগণের সমস্যা সমাধান করাই হল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের কর্তব্য।

জেলা পরিষদের সদস্যদের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও কর্তব্য : জেলা পরিষদকে প্রচুর ক্ষমতা ও কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করেই গ্রামবাংলার বিকেন্দ্রীকরণ নীতিটি কাজ করে। জেলা পরিষদের ক্ষমতাবলী নিম্নরূপ :

(১) জেলা পরিষদ বিভিন্ন ছকে কাজ করে। কৃষি ও শিল্পের উন্নতিকল্পে নানা প্রতিষ্ঠানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়, জল সরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য ও শৌচাগার,

জনসংযোগ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বয়স্ক শিক্ষা, সমাজ-উন্নয়ন ও জনগণের উপকারিতায় আসে এমন বহু প্রকল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে।

(২) রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া কার্যাদি রূপায়ণ করে।

(৩) বিদ্যালয় ও সরকারি গ্রন্থাগারসমূহে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করে।

(৪) সামাজিক ভাবে উপকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করে।

(৫) গ্রামের হাটবাজারগুলি নির্মাণ ও রক্ষা করে।

(৬) পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে আর্থিক অনুদান দেয়।

(৭) জল সরবরাহ ও মহামারী দমনের আর্থিক ভার বহন করে।

(৮) বিপদে ত্রাণসংক্রান্ত কার্যে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

(৯) জেলায় পঞ্চায়েত সমিতিগুলি কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিবর্তনের সমন্বয় সাধন করে।

(১০) পঞ্চায়েত সমিতিগুলি জেলাস্তরে যে বাজেট প্রস্তাব দেয়, সেগুলি পরীক্ষা করে অনুমোদন করে।

(১১) জেলায় বসা মেলাগুলিকে লাইসেন্স দেয়।

এছাড়াও, রাজ্য সরকার কোনো জেলা পরিষদকে কোনো বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিলে, জেলা পরিষদ তা করতে বাধ্য। প্রতিটি জেলা পরিষদ তার এলাকাভূক্ত পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির যেকোনোটিকে কোনো কাজের দায়িত্বভার দিতে পারে। জেলা পরিষদ কোনো প্রতিষ্ঠানকে কর, শুল্ক ইত্যাদি বসাতে নির্দেশ দিতে পারে।

রাজ্য সরকার কোনো রাস্তা, সেতু, ফেরিঘাট, সৌধ বা অন্যান্য সম্পত্তি জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির উন্নয়ন-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে জেলা পরিষদ রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে।

কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের কাজ

(Functions of Councillors of Kolkata Municipal Corporation)

কলকাতা পৌর প্রশাসনের দায়িত্ব কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আইনে কিছু কিছু ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যা কর্পোরেশন-এর সভায় প্রস্তাব আকারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এক্ষেত্রে স-পরিষদ-মেয়র কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এইসব বিষয় পৌর আইনের বিভিন্ন ধারায় (Section) ছড়িয়ে আছে। যেমন, পৌর হিসাব কমিটি বা বরো কমিটি গঠন করা, বাজেট পাস করা, কর ধার্য করা, ঋণ নেওয়া প্রভৃতি। কর্পোরেশন আবার তার যে-কোনো ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রস্তাব আকারে স-

পরিষদ-মেয়রকে হস্তান্তর (delegate) করতে পারে। তাছাড়া, আইনে যেসব ক্ষমতা ও দায়িত্ব কর্পোরেশনের নামে দেওয়া হয়েছে তার কিছু কিছু বাস্তবে কর্পোরেশনের প্রশাসনিক এজেন্সি হিসাবে স-পরিষদ-মেয়র সম্পাদন করে।

পৌর আইনের ২৯ নম্বর এবং ৩০ নম্বর ধারায় কর্পোরেশনের কার্যাবলীর কথা বলা হয়েছে। এখানে কর্পোরেশন বলতে বোঝায় একটা পৌর সংস্থা যার একটা আইনগত সত্তা আছে এবং যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (Kolkata Municipal Corporation) নামে পরিচিত।

কর্পোরেশনের কার্যাবলীকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে—অবশ্যপালনীয় কর্তব্য (Obligatory Functions) এবং ইচ্ছাধীন কর্তব্য (Discretionary Functions)।

অবশ্যপালনীয় কাজের মধ্যে পড়ছে জল সরবরাহ, ময়লা-নিষ্কাশন, ভূগর্ভস্থ নালা পরিষ্কার রাখা, অস্বাস্থ্যকর এলাকা পুনরুদ্ধার, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, রাস্তায় আলো দেওয়া, বাজার ও কসাইখানা সুনিয়ন্ত্রণ, ঘরবাড়ি নির্মাণ কার্যে নিয়ন্ত্রণ ও বিপজ্জনক গৃহাদির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি। তাছাড়া, জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন, শ্মশানঘাট ও গোরস্থান স্থাপন ও সংরক্ষণ, রাস্তাঘাটের নামকরণ, স্মৃতিসৌধ রক্ষাবেক্ষণ, টীকা দানের ব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত সংস্থাগুলির কাজের সমন্বয় সাধন, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি কাজ কর্পোরেশনের বাধ্যতামূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত। সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া, বিপজ্জনক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ করা কর্পোরেশনের অন্যতম অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।

অপরদিকে, ৩০ নম্বর ধারায় কর্পোরেশনের ইচ্ছাধীন কাজের একটা বড় তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকার মধ্যে আছে শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা; লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি প্রভৃতিকে সাহায্যদান করা; শ্রমিকদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা; বিশ্রামাগার, গরিবদের আশ্রয়স্থান ও শিশুদের আশ্রয়স্থান প্রভৃতির নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা; হাসপাতাল, ডিসপেনসারি প্রভৃতির স্থাপন ও সংরক্ষণ করা, গুদামঘর ইত্যাদির নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা, পরিশোধিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। এছাড়া কর্পোরেশনের ঐচ্ছিক কাজের ভেতর অন্যতম হল, নিজেদের কর্মীদের জন্য আবাসগৃহের নির্মাণ। আবার, নিজেদের কর্মচারীদের হিতসাধনের জন্যও কর্পোরেশন বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। জনগণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ক বিভিন্ন কাজ যেগুলির উল্লেখ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় করা হয়নি, সে সম্বন্ধেও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা কর্পোরেশন গ্রহণ করতে পারে। এইসব স্বৈচ্ছাধীন কাজকর্মের ক্ষেত্রে আইনেই একটা শর্তের কথা বলা হয়েছে। অর্থের জোগান থাকলে তবেই পৌর নিগম এইসব কাজ করবে।

আইনে উল্লিখিত স্বেচ্ছাধীন ও বাধ্যতামূলক কর্তব্য ছাড়াও আইনের বিভিন্ন ধারার মধ্যে পৌর নিগমের দায়দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা আছে। যেমন রাজ্য সরকার কোনো কাজের দায়িত্ব হস্তান্তর করলে সেটা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা পৌর নিগমের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।

বরো কমিটি (Borough Committee)

কলকাতা শহরের এলাকা ১৮৭.৫০ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা ৪৫৮০৫৪৪ (২০০১ সালের আদমশুমারি) এবং জনবসতির ঘনত্ব ২৪৭৬০ প্রতি বর্গ কিলোমিটার। এই বিশাল এলাকায় এত লোককে সুষ্ঠুভাবে পৌর পরিষেবা দেওয়া বেশ কঠিন, বিশেষ করে পৌর সদর দপ্তর থেকে। সে কারণেই বিকেন্দ্রীভূত কর্পোরেশনের প্রশাসনের দ্বিতীয় স্তর প্রয়োজন। এখানেই এসে যায় বরো কমিটির গুরুত্ব।

কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় ১৫টি বরো (Borough) আছে। প্রত্যেকটা বরোতে গড়ে নয় থেকে দশটি ওয়ার্ড পড়ছে। কোনো বরোতে কোনো কোনো ওয়ার্ড থাকবে তা কর্পোরেশন ঠিক করে দেয়।

প্রত্যেক বরোর অন্তর্গত ওয়ার্ডগুলি থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলারদের নিয়ে বরো কমিটি গঠিত হয়। তাই কোনো অলডারম্যান যেহেতু কোনো ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত নন সেজন্য তিনি কোনো বরো কমিটির সদস্য নন। আবার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং স-পরিষদ-মেয়রের সদস্যগণ কোনো না কোনো ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হলেও তাঁদের বরো কমিটিতে নেওয়া যাবে না—আইনেই বলে দেওয়া হয়েছে। বাস্তবিকই, এঁরা বরো কমিটি থেকে উচ্চতর সংস্থার সদস্য এবং বিভিন্ন দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সে কারণে এঁদেরকে বরো কমিটির সঙ্গে যুক্ত না করে ভালোই হয়েছে।

প্রত্যেক বরো কমিটির সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান (Chairman) নিযুক্ত করেন। এই কমিটির সদস্যগণ যতদিন নিজ নিজ ওয়ার্ডে কাউন্সিলার থাকেন ততদিন তাঁদের সদস্যপদ থাকে। আইনে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে কিছু বলা নেই। কর্পোরেশন বিধি রচনা করে এগুলি ঠিক করে। তবে তিনিই বরোর সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনিই হলেন বরোর সঙ্গে অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ও এজেন্সির যোগাযোগের মাধ্যম।

আগের পৌর আইনে (১৯৫১) বরো কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এদের নির্দিষ্ট কোনো ক্ষমতা ও দায়দায়িত্বের কথা বলা ছিল না। যার ফলে পৌর প্রশাসনে এদের কোনো প্রভাব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আইনে (১৯৮০) বরো কমিটির দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। এই কাজগুলির মধ্যে পড়ছে : গৃহে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা ও নর্দমা পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা, জীবাণুনাশক ওষুধ

ছড়ানো, স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, বস্তি পরিষেবা, বর্ষার জল অথবা অন্য কারণে রাস্তাঘাটে জমা জল বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, পার্ক ও এলাকার কিছু কিছু রাস্তার সংস্কার সাধন করা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, রাস্তায় আলোর সুবন্দোবস্ত করা প্রভৃতি।

কলকাতা পৌরনিগম উপবিধি রচনা করে বরোর কার্যাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছে। বর্তমানে প্রত্যেক বরো কমিটি নিজ এলাকার মধ্যে পৌর নিগমের সব দায়িত্বই পালন করে থাকে। সেই দিক থেকে বলা যায় যে এক-একটি বরো হল ক্ষুদ্র পৌরনিগম (Mini Municipal Corporation)।

ওয়ার্ড কমিটি (Ward Committee)

১৯৯২ সালে প্রণীত ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্পোরেশন প্রশাসনকে আরও বিকেন্দ্রীভূত করা হয়েছে এবং বরোর নীচে একটি স্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে অর্থাৎ পৌরনিগমের নির্বাচনী এলাকায় একটি করে ওয়ার্ড কমিটি (Ward Committee) আছে। ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে ওয়ার্ড কমিটির সাংবিধানিক স্বীকৃতি রয়েছে।

গঠন (Composition)

তিন প্রকার সদস্য নিয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয় :

- (1) স্থানীয় নির্বাচিত পৌর প্রতিনিধি (Councillor), পদাধিকার বলে
- (2) কাউন্সিলার কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন সদস্য।
- (3) পৌরনিগম কর্তৃক মনোনীত সদস্য।

স্থানীয় কাউন্সিলার ওয়ার্ড কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করার জন্য তিনজনের একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠন করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড কমিটিতে ১১ থেকে ১৬ জন সদস্য থাকেন। এই সদস্য সংখ্যা ওয়ার্ডে জনবসতির উপর নির্ভর করে।

ওয়ার্ড কমিটির কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর।

ওয়ার্ড কমিটির অধিবেশন প্রতি মাসে একবার করে বসে। বিশেষ অধিবেশন হতে পারে। তবে একটা বার্ষিক সাধারণ সভা করতে হয়। সেখানে ওয়ার্ডের সব বাসিন্দাদের আমন্ত্রণ জানাতে হয়। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকে পৌর নিগম, বরো এবং ওয়ার্ডের কাজকর্ম।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions)

ওয়ার্ড কমিটি নিজ নিজ বরো কমিটির অধীনে এবং তত্ত্বাবধানে কাজ করে। এই কমিটি বরো কমিটির পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করে। বরো নিম্নলিখিত বিষয়ে কাজ

করার জন্য দায়িত্ব দিতে পারে :

- (১) অবৈধ নির্মাণ, কর ফাঁকি, পৌর সম্পত্তি দখল প্রভৃতির আইন ভঙ্গকারীকে চিহ্নিত করা;
- (২) জল সরবরাহ, রাস্তার আলো প্রভৃতি পরিষেবার ক্ষেত্রে অপচয় বন্ধ করা;
- (৩) আবর্জনা অপসারণের বিষয়ে এলাকাবাসীকে উৎসাহ দেওয়া;
- (৪) বর্ষা বা অন্য কারণে রাস্তায় জল জমলে তা অপসারণের সময় নিগম কর্মীদের সাহায্য করা;
- (৫) জলাধারের রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, সাক্ষরতা প্রসার প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন থাকা;
- (৬) বস্তি এলাকায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, সংক্রামক ব্যাধির যাতে বিস্তার না ঘটে সেদিকে নজর রাখা প্রভৃতি।

ওয়ার্ড কমিটির একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এলাকার জন্য একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটা বাৎসরিক পরিকল্পনা তৈরি করা। তারপর এগুলিকে পৌর নিগমের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

জনপ্রতিনিধিদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা আমরা সুভাষ কাশ্যপের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে শেষ করব। লোকসভার প্রাক্তন মহাসচিব সুভাষ কাশ্যপ তাঁর আমাদের সংবিধান গ্রন্থে লিখেছেন, সাধারণ নির্বাচনোত্তর প্রথম অধিবেশনে সদস্যরা “ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশের” এবং “ভারতের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার” শপথ গ্রহণ করেন।